কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 APR 2014
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৫

ছাত্রলীগ বেপরোয়া হওয়ার নেপথ্যে অনুপ্রবেশ!

সরোয়ার আলম ▶

চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জায়গা দখলসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ছাত্রলীগ বেপরোয়া হয়ে ওঠায় এর নেতারা মনে করেন, যারা সত্যিকারভাবে দল করে তারা এমনটা করতে পারে না। ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনে ছাত্রশিবির, ছাত্রদলসহ বহিরাগতরা অনুপ্রবেশ করেছে। আওয়ামী লীগ নেতারাও বলছেন, অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করতে একাধিক

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

ছাত্রলীগ বেপরোয়া হওয়ার

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করছে।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীসহ শাসক দলের প্রভাবশালী নেতারা সন্ত্রাস-চাঁদাবাজিতে ছাত্রলীগের নাম ব্যাপকভাবে জড়িয়ে যাওয়ায় বেশ বিব্রত। এ রকম পরিস্থিতিতে ছাত্রলীগের নামে কেউ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালালে তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল গতকাল মঙ্গলবার কালের কণ্ঠকে বলেছেন, 'ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ছাত্রলীগে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল প্রবেশ করে অপরাধ কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে বলে আমরা তথ্য পেয়েছি। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ছাত্রলীগের নামে যারা টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, অস্ত্রবাজি ও চাঁদাবাজি করবে তাদের বিরুদ্ধে থাকছে কঠিন ব্যবস্থা। কোনো অপরাধীর এ সংগঠনে ঠাঁই হবে না।'

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এখনো সময় আছে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পড়ালেখায় মনোনিবেশ করতে হবে। তারা কোনো অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়াতে পারবে না। ইতিমধ্যে নামধারী ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হোক এমন কাজ কাউকে করতে দেওয়া হবে না।

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কোনো অপরাধী ছাত্রলীগে ঠাঁই পাবে না। আমাদের কাছে তথ্য আছে—ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল সংগঠনে ঢুকে অপরাধ করছে। তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। আমরা যখন বিরোধী ছিলাম তখন ছাত্রলীগের মিছিল তেমন বড় হতো না। অথচ এখন মিছিল বের করলেই লোকারণ্য হয়ে যায়।' এক প্রশ্নের জবাবে নাজমুল বলেন, 'যেসব ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নামে অপরাধ কর্মকাণ্ড হচ্ছে তা কঠোরভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। তবে জোর গলায় বলতে পারি—ছাত্রলীগের প্রকৃত নেতা-কর্মীরা টেন্ডারবাজিসহ অন্য কোনো অপরাধে কখনো জড়িত না।'

গত ২৬ মার্চ ঢাকার মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজে অনিক ও নিধুন গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পরে পুলিশ ক্যাম্পাস ও হলে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৫৯ জনকে আটক করে।' তারা সবাই ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী। গত ৩ মার্চ রাতে ঢাকা কলেজে নর্থ ও সাউথ হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে গোলাগুলি হয়। সম্প্রতি ছাত্রলীগকে সামলাতে সরকারের নীতিনির্ধারকরা বিশেষ বৈঠক করেন। ছাত্রলীগের নামে যারা অপরাধ করছে তাদের বিরুদ্ধে হার্ডলাইনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম জানিয়েছেন, 'ছাত্রলীগের নামে কেউ অপরাধ চালালে তার বিরুদ্ধে কঠোর অ্যাকশনে যাওয়ার নির্দেশ এসেছে। টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি করলে কারো রেহাই নেই। এ ব্যাপারে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।'

অনুপ্রবেশকারী, টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ; হল দখলকারী, সরকারি জায়গা দখলকারীদের তালিকা নতুন করে করা হচ্ছে বলে জানান একটি গোয়েন্দা সংস্থার এক কর্মকর্তা। তিনি বলেন, 'তালিকার কাজ শুরু হয়েছে। আশা করি এক মাসের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে। আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে—ছাত্রলীগের অনেক নেতা-কর্মী কোটি টাকার মালিক। ঢাকায় আছে ফ্ল্যাট-বাড়ি। চড়েন দামি গাড়িতে। ইতিমধ্যে তাঁদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।'

গোয়েন্দাদের তালিকা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ; ফেনী সরকারি কলেজ, ফুলগাজী সরকারি কলেজ, পরশুরাম সরকারি কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ, বরিশাল বিএম কলেজ, লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, ফরিদপুর সরকারি রাজেন্দ্র কলেজসহ দুই শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ বেপরোয়া। ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের কথায় চলে। প্রশাসন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশনে যেতে পারছে না।

আলোচিত অপরাধ কর্মকাণ্ড : চলতি বছরের ২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্স বাতিলের দাবিতে সাধারণ ছাত্ররা আন্দোলন চালানোর সময় ছাত্রলীগ তাদের ওপর হামলা চালায়। নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্য অস্ত্রের মহড়া দেয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও ছাত্রলীগকে সহযোগিতা করে বলে অভিযোগ ওঠে। হামলার সময় রাবির ছাত্রলীগের সহসভাপতি (বহিষ্কৃত) আখেরুজ্জামান তাকিম, সাংগঠনিক সম্পাদক (বহিষ্কৃত) তৌহিদ আল তুহিন, ছাত্রলীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক আতিকুর রহমান আতিক, উপপাঠাগার সম্পাদক নাসিম আহমেদ সেতু, গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক মোবাশ্বের আহমেদ তানিম এবং ছাত্রলীগ কর্মী রাজীবসহ অন্তত অর্ধশত নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত বছরের ৩০ মে রাজশাহীতে এক মহিলা রিকশাযাত্রীর কাছ থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টার সময় ছাত্রলীগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দুই সদস্য বেলাল হোসেন বিপু ও এমরান হোসেন ডেভিডকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরা দুজনই ক্যাম্পাসে বিপুর অনুসারী হিসেবে পরিচিত। তা ছাড়া জয়পুরহাটে প্রাইম ব্যাংকে র‍্যাব পরিচয়ে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন রাবি ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন। তিনি আহম্মেদ আলী গ্রুপের সদস্য। গত ২০ এপ্রিল ছাত্রলীগকর্মী আশরাফুল ইসলামকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে অপহরণ করেন বঙ্গবন্ধু হল শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদ হোসেন, সোহরাওয়ার্দী হল শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন ও সোহেল রানা এবং ছাত্রলীগ কর্মী রাজু, মেহেদী ও মামুন। এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে জেলার চারঘাট থানায় একটি মামলা রয়েছে। কিন্তু ওই মামলার কোনো তদন্তই হয়নি।

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের বিরোধের জেরে গতকাল মঙ্গলবার সংগঠনের এক নেতা নিহত হয়েছেন।